দৈনিক সংবাদ

তারিখ 27 MAR 1987
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

5

27 MAR 1987

জামালপুরে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যাহত

27 MAR 1987

ছাত্রসংখ্যা কমে যাচ্ছে

জামালপুর, ২৫শে মে (জেলা বার্তা পরিবেশক)।—প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণের অভাব, বই-পুস্তক ও কাগজের মাত্রাতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধি, বিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনীয় বেঞ্চ, টেবিল ও অন্যান্য আসবাবপত্রের প্রকট অভাব এবং অধিকাংশ বিদ্যালয় গৃহের জরাজীর্ণ অবস্থার দরুন জামালপুর জেলায় মাধ্যমিক শিক্ষা গুরুতরভাবে ব্যাহত হচ্ছে। নিয়মিত এবং পর্যাপ্ত সরকারী মঞ্জুরির অভাবও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দৈন্যদশার অন্যতম কারণ।

জামালপুর সদর, মেলান্দহ, ইসলামপুর, দেওয়ানগঞ্জ, মাদারগঞ্জ ও সরিষাবাড়ী উপজেলা—জেলার মোট ৭টি উপজেলায় ১১৫টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৬১টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৮৫টি মাদ্রাসা রয়েছে। ১১৫টি উচ্চ বিদ্যালয়ের মধ্যে সদর উপজেলার মাত্র ৩টি বিদ্যালয় সরকারী। বাদবাকী সবই বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রপতি সম্প্রতি মাদারগঞ্জের রওশন আরা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, দেওয়ানগঞ্জের সমবায় উচ্চ বিদ্যালয়, মেলান্দহের বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং বকশীগঞ্জের ইউ, এন, এম বালিকা বিদ্যালয় সরকারীকরণের ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু তা এখনও কার্যকরী হয়নি। স্থানীয়ভাবে এলাকাবাসীর প্রচেষ্টায় ও অর্থানুকূল্যে এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় সরকারী সাহায্য ও মঞ্জুরির অভাবে প্রায় সকল বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চরম দৈন্যদশা চলছে। এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে সরকারের মনোযোগ না পড়লে বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অচিরেই বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

অধিকাংশ উচ্চ বিদ্যালয়, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসা গৃহ কাঁচা। টিন বা খড়ের ছাউনি এবং বাঁশের বেড়া দিয়ে এগুলো নির্মিত হয়েছে। ফলে সামান্য ঝড় বৃষ্টি হলেই এগুলো উড়ে যায়। এ সকল বিদ্যালয়ের ক্লাস বসে খোলা আকাশের নীচে গাছতলায় কিংবা পার্শ্ববর্তী কোন বাড়ীর বৈঠকখানায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এই দুরবস্থাকে ছাত্র-শিক্ষকরা অনেকটা যেন নিয়তির বিধান বলে মেনে নিয়েছেন।

বেসরকারী প্রায় সকল মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক টেবিল-চেয়ার-বেঞ্চ-ব্লাকবোর্ড নেই। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে মেঝে বসে বা দাঁড়িয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পানীয় জলের সংকট অত্যন্ত তীব্র। যে কয়েকটি বিদ্যালয়ে ও মাদ্রাসায় নলকূপ রয়েছে, তার অধিকাংশই বিকল। পায়খানা প্রস্রাবখানাগুলো নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর। বিদ্যালয়গুলোতে খেলাধুলার মাঠ বা সরঞ্জাম তেমন নেই বললেই চলে। পাঠাগারের অস্তিত্ব খুঁজে বের করা মুশকিল।

এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। বহু শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য হয়ে আছে।

পাশাপাশি বই-পুস্তকসহ বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণের মাত্রাতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধির প্রতিক্রিয়ায় এবং ক্রমবর্ধমান আর্থিক সংকটের কারণে প্রায় সকল উচ্চ বিদ্যালয়, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসাগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা আশংকাজনক হারে হ্রাস পাচ্ছে।